চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

চট্টগ্রাম-৪৩৪৯

"চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাসা বরাদ্দ নীতিমালা ২০১৭"

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম - এই নীতিমালা "চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বাসা বরাদ্দ নীতিমালা ২০১৭" নামে অভিহিত হবে।

২। "সংজ্ঞা" - এ নীতিমালার বিষয়ের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে, এই নীতিমালার বর্ণিত শব্দ সমূহের অর্থ নিম্নরূপ হবে-

(ক) "বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

(খ) "বাসা" অর্থ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানাধীন অথবা আইনানুগভাবে অর্জিত সকল পারিবারিক/একক বাসা।

(গ) "গেষ্ট হাউস" অর্থ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মালিকানাধীন সকল গেষ্ট হাউস।

(ঘ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত কর্তৃপক্ষ।

(ঙ) "পরিবার" অর্থ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর সহিত একত্রে বসবাসরত এবং তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল তাঁর স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, পিতা-মাতা, বোন, অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাই, প্রাপ্তবয়স্ক ভাই (অবিবাহিত), যদি তারা তাঁর সাথে একত্রে বসবাস করে।

(চ) "কমিটি" অর্থ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট অনুমোদিত বাসা বরাদ্দ কমিটি।

(ছ) "শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী" অর্থ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী।

(জ) "নীতিমালা" বলতে এই নীতিমালার অধীনে বাসা বরাদ্দের উদ্দেশ্যে প্রণীত সকল আদেশ, নিষেধ, নির্দেশ সংক্রান্ত নিয়মাবলীর সম্মিলিক বক্তব্যকে বুঝাবে।

০৩। বাসা বরাদ্দ কমিটি গঠন ঃ

(ক) বাসা বরাদ্দ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি কমিটি থাকবে। এই কমিটি বাসা বরাদ্দ নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী বাসা বরাদ্দ করবে।

১.	উপ-উপাচার্য অথবা উপাচার্য মহোদয় কর্তৃক মনোনীত একজন ডীন	সভাপতি
২.	উপাচার্য মহোদয় কর্তৃক মনোনীত একজন বিভাগীয় প্রধান	সদস্য
৩.	প্রধান প্রকৌশলী	সদস্য
৪.	সভাপতি, ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার কমিটি	সদস্য
৫.	উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত একজন অধ্যাপক	সদস্য
৬.	ডেপুটি রেজিস্ট্রার (আইন/এস্টেট), সংস্থাপন, (উপাচার্য মহোদয় কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
৭.	নিরাপত্তা কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

(খ) মনোনীত সদস্যদের মেয়াদ হবে ০২ বছর তবে নতুন সদস্য দায়িত্ব না নেয়া পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব পালন করতে থাকবেন।

(গ) সভার কোরামের জন্য কমপক্ষে চার সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হবে।

৪। বাসার শ্রেণিবিন্যাস ঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক বাসা সমূহের শ্রেণিবিন্যাস এবং কোন শ্রেণির চাকরীজীবি কোন শ্রেণির বাসা বরাদ্দ প্রাপ্তির অধিকারী হবেন তা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

ক্রঃ নং	বাসার শ্রেণি		ভবন সংখ্যা	মোট বাসার সংখ্যা	বাসার আয়তন (বর্গফুট)	প্রাধিকার শ্রেণি	বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী গ্রেড নং
	পারিবারিক	একক	-	-	-	-	-
০১.	Superior Type-I	---	১	১	৪৯১৬	ভিসি	---
০২.	Superior Type-II (ক-৫)	---	১	১	২৬১৫	প্রো-ভিসি	---
০৩.	খ-১	---	১	১	২২৫৪	–রেজিস্ট্রার	---
০৪.	ক-১-৪	---	৪	৪	২৬১৫	অধ্যাপক এবং সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।	১-৩
০৫.	ঠ-১	---	১	১০	২০৫০	অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।	১-৪
০৬.	খ-২-১২	---	১১	১১	২২৫৪	অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।	১-৪
০৭.	গ-১	---	১	৪	১৬৫০	সহযোগী অধ্যাপক এবং সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।	৪
০৮.	ঘ-১-৪	---	৪	২৪	১৪৩৪	ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও এর সমপর্যায়ের কর্মকর্তা, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক এবং সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।	৫-৯
০৯.	ঙ-১	---	১	১০	১২০০	সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষক ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।	৬-৯

ক্রঃ নং	বাসার শ্রেণি		ভবন সংখ্যা	মোট বাসার সংখ্যা	বাসার আয়তন (বর্গফুট)	প্রাধিকার শ্রেণি	বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী গ্রেড নং
১০.	ঙ	একক	১	১২	৮৬৩	সকল শিক্ষক ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।	১-৯
১১.	ট	ডরমিটরী	১	৩৪	---	সকল শিক্ষক ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।	১-৯
১২.	চ-১-২	---	২	১২	১০৪৫	২য় শ্রেণির কর্মকর্তা	১০
১৩	চ-৩	---	১	৮	৮৫০	২য় শ্রেণির কর্মকর্তা	১০
১৪.	ছ-১-৬	---	৬	৩৪	৮৫০	৩য় শ্রেণির কর্মচারী	১১-১৭
১৫.	ঢ-১	---	১	১০	৭৫০	৩য় শ্রেণির কর্মচারী	১১-১৭
১৬.	জ-১-২	---	২	৩৬	৭০৫	৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	১৮-২০
১৭.	ণ-১-২	---	২	২৪	৭০০	৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	১৮-২০
১৮.	ঝ-৭	---	---	২	৬৫০	৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী	১৮-২০
১৯.	ঞ-১-৪ (বটতলার বাসা)	---	২	১১		৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী	১৮-২০

৫। বাসা বরাদ্দ পাওয়ার সাধারণ নিয়মাবলী ঃ

(১) পারিবারিক/একক বাসা বরাদ্দপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনুমোদিত অর্গানোগ্রামের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী পদের সংখ্যানুপাতিক হারে নির্ধারিত হবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত Prescribed Format অনুযায়ী অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাসা বরাদ্দ কমিটি নিম্নোক্তভাবে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ পূর্বক বাসা বরাদ্দ করবেন।

(ক) বর্তমান পদে যোগদানের তারিখ বিবেচনা করে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করবে।

(খ) একাধিক প্রার্থীর বর্তমান পদে যোগদানের তারিখ একই হওয়ার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট কর্মকাল বিবেচনা করে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করবে।

(গ) একাধিক প্রার্থীর মোট কর্মকাল একই হওয়ার ক্ষেত্রে প্রার্থীর প্রাপ্য মূল বেতনের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করবে।

(ঘ) একই মূল বেতনভূক্ত প্রার্থীর সংখ্যা একাধিক হলে প্রার্থীর বয়সের ভিত্তিতে জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ করবে।

(৩) মহিলা প্রার্থীকে পুরুষ প্রার্থীর তুলনায় ০১ বছরের ante-dated জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা হবে। তবে উল্লেখ্য যে, মহিলা শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী স্বামী অথবা পিতার (অবিবাহিত হলে) সাথে বসবাস করলে উক্ত ante-dated জ্যেষ্ঠতা পাবেন না।

(৪) অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক এলাকায় পারিবারিক বাসায় বসবাসরত প্রার্থীকে পারিবারিক বাসা বরাদ্দের ক্ষেত্রে ০১ বছরের ante-dated জ্যেষ্ঠতা প্রাপ্য হবেন।

(৫) কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিশেষ বিভাগে চাকরীরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেলায় যাদের ক্যাম্পাসে বসবাস করা বা রাখা অত্যাবশ্যক তাদের এ্যান্টিডেটেড সিনিয়রিটি প্রদান করে বা বিশেষ অবস্থায় ঐ পদে কর্মরত ব্যক্তির জন্য বাসা বরাদ্দ প্রদান করতে পারবেন। অবশ্য এ বিষয়ে বাসা বরাদ্দ কমিটির সভাপতিকে অবহিত করবেন।

(৬) আবেদনকারী উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী যে শ্রেণির বাসা বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী, তদাপেক্ষা উচ্চতর শ্রেণি কিংবা নিম্নতর শ্রেণির কোন বাসা বরাদ্দ করা হইলে তাহাকে উচ্চতর শ্রেণির বাসার জন্য উক্ত শ্রেণির বাসা বরাদ্দ পাওয়ার অধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় সর্বনিম্ন বাসাভাড়া ভাতা এবং নিম্নতর শ্রেণির বাসার জন্য উক্ত শ্রেণির বাসা বরাদ্দ পাওয়া অধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদেয় সর্বোচ্চ বাসাভাড়া ভাতা কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত বাসাভাড়া ভাতা প্রদান করতে হবে।

(৭) বাসা বদলের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট শ্রেণির অনধিক দুইবার বাসা পরিবর্তন করা যাবে।

(৮) বাসা বরাদ্দের পর পরবর্তী ০১ বছরের মধ্যে একই শ্রেণির বাসার জন্য আবেদন গ্রহনযোগ্য হবে না।

(৯) যে সকল শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী পারিবারিক বাসায় অবস্থান করবেন তাদের বাসাভাড়া ভাতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

৬। বাসা বরাদ্দ প্রদান ঃ

বাসা বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে বাসার জন্য আবেদন পত্র আহবান করবেন (শিক্ষা ছুটি/লিয়েন/ডেপুটেশন (প্রেষণে) -এ থাকা অবস্থায় কেউ বাসা বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে পারবেন না)। নিরাপত্তা শাখায়/বিশ্ববিদ্যালয়ের website-এ আবেদন পত্র পাওয়া যাবে। আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখের পরে নিরাপত্তা দপ্তর হতে ফরমের বক্তব্য যাচাই করার জন্য সংস্থাপন ও হিসাব শাখায় পাঠানো হবে। যাচাই করার পর কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখে দরখাস্তগুলো পর্যালোচনা করে বাসা বরাদ্দ নীতিমালা অনুযায়ী বাসা বরাদ্দ দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করবেন। কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রেজিস্ট্রার দপ্তর হতে বাসা বরাদ্দের আদেশ প্রদান করা হবে।

৭। বাসার দখল গ্রহণ/হস্তান্তর ঃ

(ক) বাসা বরাদ্দ আদেশ প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নিরাপত্তা শাখা হতে বরাদ্দ গ্রহীতা বাসার দখল গ্রহণ করবেন এবং বাসার সকল সরঞ্জামাদি এবং ফিটিংস বুঝে পাওয়ার নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে প্রকৌশল দপ্তরে জমা দিবেন। বরাদ্দ প্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী বাসা দখল নিতে ব্যর্থ হলে ১৬তম দিন বাসা বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।

(খ) বাসা বাতিল করার সময় বরাদ্দপ্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী নিরাপত্তা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট বাসার দখল বুঝে দিবেন।

(গ) বাসা বাতিল করতে হলে কমপক্ষে ১৫ দিন পূর্বে বাসা বরাদ্দ কমিটিকে জানাতে হবে। বাসা বরাদ্দ কমিটি উক্ত বাসা বরাদ্দ বাতিলপূর্বক বাসা বরাদ্দ কমিটির সদস্য-সচিব ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বাতিলের কপি প্রদান করবেন।

৮। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দ বাতিলকরণ ঃ

(ক) কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুকূলে প্রদত্ত বাসা বরাদ্দ হস্তান্তরযোগ্য নয়। যদি কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী বা তাঁর পরিবার তাঁর নামে বরাদ্দকৃত বাসায় সাধারণভাবে বসবাস না করেন, তা হলে উক্ত বাসার বরাদ্দ বাতিলযোগ্য হবে।

(খ) একজন বরাদ্দ গ্রহীতা এবং তাঁর পরিবারের সদস্যগণ উপদ্রব সৃষ্টিকারী সকল কার্যকলাপ হতে বিরত থাকবেন। যদি তার আচরণ বা তার পরিবারের কোন সদস্যের বা তার সাথে বসবাসকারী অন্য কোন ব্যক্তির আচরণ এলাকার উপদ্রব বা সমস্যার সৃষ্টি করে, তাহলে কর্তৃপক্ষ তার বরাদ্দ বাতিল করতে পারবেন বা তাকে অন্য কোন বাসায় স্থানান্তর করতে পারবেন।

(গ) বরাদ্দ গ্রহীতা উপদ্রবকারী গৃহপালিত পশু (গরু, মহিষ,ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি), হাঁস, মুরগী বা কোন পাখী পালতে পারবেন না। আইন অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত বাসার বরাদ্দ বাতিল করতে পারবেন।

৯। সমঝোতামূলক বদল ঃ

দু'জন বরাদ্দ গ্রহীতা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বাসা বদল করতে পারবেন না, বদল করা হলে নিয়ম ভঙ্গের কারণে উভয়ের নামে বরাদ্দকৃত বাসা বাতিলযোগ্য হবে।

১০। সাবলেটিং ঃ

(১) বরাদ্দ গ্রহীতা বাসা সাবলেট প্রদান করতে পারবেন না এবং ইহা ব্যবসা বা পেশাজনিত কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

(২) কোন বরাদ্দ গ্রহীতা বাসা সাবেলেট প্রদান করেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া গেলে, কর্তৃপক্ষ বরাদ্দ বাতিল করতে পারবেন।

(৩) সাবলেট প্রদানের দায়ে দোষী কোন বরাদ্দ বাসা প্রত্যার্পনের তারিখ হতে পরবর্তী ছয় মাস পর্যন্ত বাসা বরাদ্দ লাভের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

১১। বাসার রক্ষনপাবেক্ষন ও মেরামত ঃ

(ক) প্রকৌশল বিভাগের তত্ত্বাবধানে রক্ষনাবেক্ষণ ও মেরামত বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল আবাসিক ভবন, ফ্ল্যাট বা তৎসংলগ্ন আঙ্গিনার যাবতীয় পূর্তস্থাপনা, ফিটিংস ও স্থাপিত আসবাবের পূর্ণ বিবরণ সংরক্ষণ করবে।

(খ) বাসায় উঠার সময় বসবাস উপযোগী কোন মেরামত, পূর্তস্থাপনা সংক্রান্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন অনুভূত হলে প্রকৌশল শাখা তা সম্পাদনে কার্যকর ব্যবস্থা নিবে।

১২। অনুমোদন ব্যতিত বরাদ্দপ্রাপ্ত বাসার কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন ঃ

কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে নিজ নামে বরাদ্দপ্রাপ্ত বাসায় কোন পরিবর্তন সাধন করলে এবং এতে কোন নতুন কাঠামো তৈরী বা স্থাপন করলে অথবা এর কোন অংশ ভেঙ্গে ফেললে প্রধান প্রকৌশলীর অফিস কর্তৃক সুপারিশকৃত ক্ষতিপূরণ কর্তৃপক্ষ আদায়ের ব্যবস্থা করবেন। প্রয়োজনে তাঁর বেতন বিল/অবসর ভাতা/সাধারণ ভবিষ্যত তহবিল হতে উক্ত অর্থ কর্তন করতে পারবেন।

১৩। ডেপুটেশনে থাকা শিক্ষক/কর্মকর্তা/ কর্মচারীর বাসা দখলে রাখা ঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী ডেপুটেশনে (প্রেষণে) থাকলে তাঁর নামে বরাদ্দকৃত বাসা ০৩ (তিন) মাস পর্যন্ত দখলে রাখতে পারবেন। অবশ্য পরিবারকে রাখতে বাধ্য হলে বা ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া অথবা অন্য কোন যৌক্তিক কারণে বাসা রাখার প্রয়োজন পড়লে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত বরাদ্দকৃত বাসা দখলে রাখতে পারবেন এবং নিয়মানুযায়ী বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল পরিশোধ করবেন।

১৪। লিয়নে গমণকারী কোন শিক্ষক/কর্মকর্তার বাসা প্রাপ্তি ঃ

লিয়নে গমনকারী কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা তাঁর নামে বাসা ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত দখলে রাখতে পারবেন। ছেলে মেয়েদের লেখা-পড়া বা অন্য কোন যৌক্তিক কারনে বাসা রাখার প্রয়োজন হলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত বরাদ্দকৃত বাসা দখলে রাখতে পারবেন এবং নিয়মানুযায়ী বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল পরিশোধ করবেন।

১৫। অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে বাসা দখলে রাখা ঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারী তার নামে বরাদ্দকৃত বাসা পি.আর.এল সমাপ্তের পর হতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ০৩ (তিন) মাস দখলে রাখতে পারবেন। অবসরে যাওয়ার পূর্বে যে হারে বাসা ভাড়া কর্তন করতেন উক্ত সময়ে তিনি সে হারে বাসা ভাড়া প্রদান করবেন। তা না হলে উক্ত ভাড়ার টাকা তাঁর অবসর ভাতা/সাধারণ ভবিষ্যত তহবিল হতে সমন্বয় করা হবে।

বরাদ্দ গ্রহীতার পি.আর.এল সমাপ্ত করে অবসরে যাওয়ার কারণে, পূর্বে হতে একই বাসায় যৌথ পরিবার হিসাবে বসবাসকারী তাঁর পিতা বা মাতা বা পুত্র অথবা অবিবাহিতা কন্যা বা স্বামী বা স্ত্রীর অনুকূলে উক্ত বাসা বরাদ্দ দেয়া যাবে, যদি তিনি এ বিধিমালার অন্যান্য বিধান অনুসারে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীজীবি হিসাবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির বাসা বরাদ্দ পাওয়ার প্রাধিকার প্রাপ্ত হন। সে ক্ষেত্রে বর্তমানে কর্মরত ব্যক্তি উক্ত বাসা নিজ নামে বরাদ্দের জন্য দরখাস্ত করলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে রেজিস্ট্রার-এর দপ্তর হতে বাসা বরাদ্দের আদেশ প্রদান করবেন।

১৬। শিক্ষা ছুটিতে গমনকারীর পক্ষে বাসা দখলে রাখা ঃ

শিক্ষা ছুটিতে গমনকারী কোন শিক্ষক/কমকর্তা ছুটিতে গমনের তারিখ হতে ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বাসা দখলে রাখতে পারবেন। তবে পারিবারিক কারণে একান্ত আবশ্যকীয় প্রতীয়মান হলে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ছুটিকালীন সময় বাসা দখলে রাখতে পারবেন। উক্ত সময়ে বিশ্ববিদ্যলয়ের প্রচলিত নিয়মানুসারে বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল কর্তন করবেন। অবশ্য বিনা বেতনে উচ্চ শিক্ষায় গমন করে উক্ত সময়ের জন্য বাসা দখলে রাখলে বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী পরিশোধ করতে হবে।

১৭। পদত্যাগ/অপসারণ/চাকরীচ্যুতি ইত্যাদি কারণে বাসা দখলে রাখা ঃ

বরাদ্দ গ্রহীতার চাকরী হতে পদত্যাগ, অপসারণ, চাকরীচ্যুতি, এরূপ ঘটনার দুই মাসের মধ্যে বাসার দখল হস্তান্তর করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ০২ (দুই) মাসের জন্য পদত্যাগ, অপসারণ, চাকরীচ্যুতির পূর্ব মাসের বাসা ভাড়ার সমপরিমান টাকা প্রত্যেক মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী হিসাব ও অর্থ শাখায় অগ্রিম জমা দিবেন।

কোন বরাদ্দ গ্রহীতা, চাকরী হতে অপসারিত, চাকরীচ্যুতি বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করলে, উক্ত আপিল নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অথবা ছয় মাস, দুয়ের মধ্যে যা কম, উক্ত সময় পর্যন্ত নিয়মানুযায়ী বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল প্রদানের ভিত্তিতে বাসা দখলে রাখতে পারবেন।

১৮। চাকরীরত অবস্থায় মৃত্যুজনিত কারণে বাসা দখলে রাখা ঃ

বরাদ্দ গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করলে, সাধারণ ভাবে ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার পর বরাদ্দ গ্রহীতার স্বামী/স্ত্রী/বৈধ অভিভাবক বাসা খালি করে দিবেন। যদি মৃত ব্যক্তি কোন সন্তান রেখে যান এবং তাদের নিজস্ব কোন পর্যাপ্ত আয়ের উৎস না থাকে, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ তাদেরকে বরাদ্দ গ্রহীতার মৃত্যুর তারিখ হতে দুই বৎসর পর্যন্ত বাসা দখলে রাখার অনুমতি প্রদান করতে পারবেন। তবে উক্ত পরিবারকে স্বল্প পরিসরের বাসায় স্থানান্তরের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষের থাকবে। সর্বাবস্থায় তাঁর বিধবা স্বামী/স্ত্রী/ওয়ারিশদেরকে ঐ শ্রেণির বাসা পাওয়ার যোগ্য শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর সর্বনিম্ন বেতনে বাসা ভাড়া ও অন্যান্য বিল পরিশোধ করতে হবে।

বরাদ্দ গ্রহীতার মৃত্যুর কারণে, পূর্ব হতে একই বাসায় যৌথ পরিবার হিসাবে বসাবসাকারী মৃতের পিতা বা মাতা বা পুত্র অথবা অবিবাহিতা কন্যা বা স্বামী বা স্ত্রীর অনুকূল উক্ত বাসা বরাদ্দ দেয়া যাবে, যদি তিনি এ বিধিমালার অন্যান্য বিধান অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরীজীবি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির বাসা বরাদ্দ পাওয়ার প্রাধিকার প্রাপ্ত হন।

১৯। সাবাটিক্যাল ছুটি/কর্তব্যরত ছুটিতে থাকাকালীন বাসা দখলে রাখা ঃ

সাবাটিক্যাল ছুটি/কর্তব্যরত ছুটি প্রাপ্ত কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর অনুপস্থিতিতে তাঁর বরাদ্দপ্রাপ্ত বাসায় তাঁর পরিবার বসবাস করার শর্তে তিনি বরাদ্দপ্রাপ্ত বাসাটি নিজ দখলে রাখতে পারবেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী বাড়ি ভাড়া কর্তন করবেন।

২০। শিক্ষা ছুটি/লিয়েন/ডেপুটেশন (প্রেষণে)-এ থাকা অবস্থায় কেউ বাসা বরাদ্দের জন্য আবেদন করতে পারবেন না। তবে যোগদানের মাসের পূর্ব মাসে আবেদন করতে পারবেন। এরূপ ক্ষেত্রে যোগদানের মাসে যোগদান না করলে বাসা বরাদ্দ বাতিল বলে গণ্য হবে।

২১। আবাসিক বাসা সংলগ্ন গ্যারেজ বরাদ্দ ঃ

(ক) আবাসিক বাসায় বসবাসকারীর যদি গাড়ী থাকে তাহলে নিকটস্থ গ্যারেজে স্থান থাকা সাপেক্ষে বরাদ্দ দেয়া হবে। সে জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করে অনুমতি নিতে হবে।

(খ) ক্যাম্পাসের বাইরে বসবাসকারী শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য গ্যারেজ বরাদ্দ দেয়া যাবে না।

(গ) কোন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর গাড়ী না থাকা অবস্থায় গ্যারেজ দখলে রাখতে পারবে না।

২২। বরাদ্দকৃত বাসা সংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ ঃ

(ক) প্রতি বাসার জন্য স্টাফ ওয়েলফার কমিটি সীমানা চিহ্নিত করে দিবে এবং উক্ত সীমানার ভিতর অন্যের অসুবিধা না করে শাক-সবজি/ফুল বাগান করা যাবে। পুরাতন ফলজ বৃক্ষ থাকলে তার ফল উক্ত ভবনের বাসিন্দাগণ ভোগ করবেন।

(খ) বরাদ্দকৃত সব ধরনের বাসার সামনে অস্থায়ী ফলের গাছ, ফুলের বাগান অথবা ঘাস লাগানো যাবে। দুই পার্শ্বে ও পিছনে শাক-সবজি বাগান করা যাবে।

২৩। এ নীতিমালার কোন ধারাতে ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিলে বিষয়টির উপর সিদ্ধান্তের জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে পরিগণিত হবে।

২৪। কর্তৃপক্ষ সময় সময় এ বিষয়ে যে সমস্ত আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন বা সংযোজন করবেন তাও কার্যকরী হবে।

২৫। রহিত করণ ও হেফাজত করণঃ এই নীতিমালা বলবৎ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এতদসংক্রান্ত প্রণীত পূর্বের নীতিমালা বাতিল বলে গণ্য হবে।

12/03/17

মোঃ শফিকুল ইসলাম
কম্পট্রোলার, চুয়েট।

ড. কাজী দেলোয়ার হোসেন
বিভাগীয় প্রধান, ইলেকট্রোনিক এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং অধ্যাপক, ইইই ~~বিভাগ,~~ চুয়েট।

12/3/17

ড. মোহাম্মদ সামসুল আরেফীন
অধ্যাপক, সিএসই বিভাগ, চুয়েট এবং সহ-সভাপতি, শিক্ষক কমিটি, চুয়েট।

12/3/17

ড. মোঃ মইনুল ইসলাম
অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, চুয়েট।

12/03/17

ড. মোঃ আব্দুর রহমান ভূঁইয়া
অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, চুয়েট।

12/03/2017

সভাপতি,
বাসা বরাদ্দ কমিটি, চুয়েট।